২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

সূচনা:

সরকার কর্তৃক গৃহীত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনাসহ সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অন্যতম পদ্ধতি হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) বাস্তবায়ন। এডিপি 'র সুষ্ঠু বাস্তবায়নের উপরে অনেকাংশেই নির্ভর করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ধারা। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) সরকার কর্তৃক গৃহীত এ সকল উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে। এ সকল কার্যক্রমের মধ্যে প্রত্যেক অর্থ বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন অন্যতম। সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ তাদের ঈপ্সিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে কতটুকু সফল হয়েছে তার একটি ধার ণা সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন থেকে পাওয়া যায়। এছাড়াও সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়নের সময় বাস্তবায়নকালীন সময়ের সমস্যাসমূহের পর্যালোচনা ভবিষ্যত প্রকল্প প্রণয়ন এবং গ্রহণে সহায়তা করে থাকে। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) নিয়মিতভাবেই প্রতিটি অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১ ৭-১৮ অর্থ বছরের সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়নের উদ্দেশ্য:

- সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে গ্রহণ করা হয়েছিল তার কতটুকু অর্জিত হয়েছে তার একটি সম্যক ধারণা লাভ করা;
- প্রকল্পসমূহের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ এবং প্রাক্কলিত ব্যয়-এর একটি তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরা;
- প্রকল্পসমূহের সার্বিক আর্থিক এবং বাস্তব অগ্রগতির অংগভিত্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রতিটি প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন তুলে ধরা;
- সরেজমিন পরিদর্শনসহ অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা যাতে করে ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণকালীন সময়ে এ সমস্যা দূর করা যায়; এবং
- প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ের সমস্যাসমূহ দূরীকরণার্থে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন যাতে করে ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব হয়।

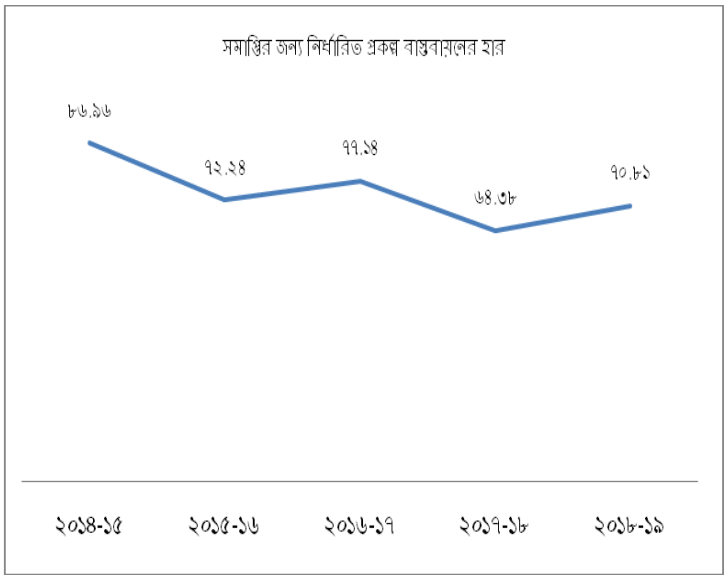
সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি:

সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন আইএমইডি-এর একটি অন্যতম নিয়মিত প্রকাশনা। সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের সময়ে যে সকল যুগোপযোগী মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে তা নিম্নরূপ:

- বাস্তব অগ্রগতি ও তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠপর্যায়ে নিয়মিত সরেজমিন পরিদর্শন;
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় ভিত্তিক এডিপিভুক্ত প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় যোগদান এবং কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- প্রকল্প বাস্তবায়নের সংগে সংশ্লিষ্ট সকল অংশিদার (stakeholders)-দের (যেমন: পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ, প্রক ল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং উদ্যোগী মন্ত্রণালয়) সংগে পর্যালোচনা এবং মত বিনিময়;
- সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সংক্রান্ত পিইসি, এসপিইসি, স্টিয়ারিং কমিটি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন কমিটি (পি আইসি) ইত্যাদি গুরূত্বপূর্ণ কমিটি কর্তৃক আয়োজিত প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণ;
- সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি পর্যালোচনা;
- আরএডিপি পর্যালোচনা; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতাভুক্ত নির্ধারিত সমাপ্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন:

প্রতি অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন মেয়াদে বিনিয়োগ, কারিগরী সহায়তা প্রকল্প সমূহ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে অধিকাংশই চলতি প্রকল্প এবং বেশ কিছু প্রকল্প নতুন প্রকল্প হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করা হয়। এছাড়াও প্রতি অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অর্ন্তভুক্ত কিছু প্রকল্প সমাপ্ত হয় । নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে গত পাঁচ অর্থবছরের নির্ধারিত সমাপ্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন সাফল্য প্রকাশ করা হলো:



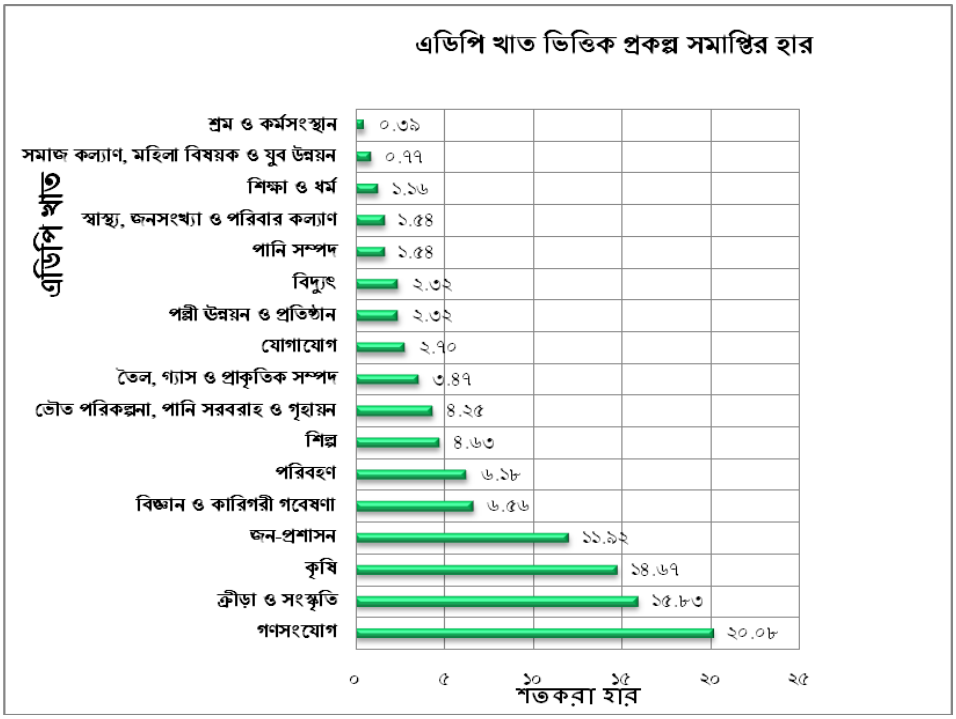
পার্শ্ববর্তী চিত্র ১ এ গত ২০ ১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত নির্ধারিত প্রকল্পের সমাপ্তির হারের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে । নির্ধারিত প্রকল্পের সমাপ্তির হার ২০ ১৪-১৫ এর তুলনায় ২০১ ৫-১৬ অর্থবছরে হ্রাস পেয়েছে। ২০১ ৬-১৭ অর্থবছ র তা উর্ধ্বমুখী হয়ে ২০১ ৭-১৮ অর্থ বছরে তা নিম্নমুখী হয়েছে। গত পাঁচ অর্থবছরের নির্ধারিত প্রকল্পের সমাপ্তির হার প্রায় ৭৪.৩১ শতাংশ।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পসমূহ:

২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী তে ৫৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় মোট ১৭২৩টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। শ্রেনীবিন্যাস অনুযায়ী এগুলোর মধ্যে ১৪১৮টি বিনিয়োগ প্রকল্প, ১৪৩টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প এবং ৩টি জাপানী ঋণ মওকুফ সহায়তা তহবিল প্রকল্প, নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প ১৫০টি ও ৯টি উন্নয়ন সহায়তা খাত। এডিপিভুক্ত ১৭২৩টি প্রকল্পের মধ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় মোট ২৬০টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর খাতভিত্তিক সমাপ্ত প্রকল্পের অগ্রগতি:

সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং লক্ষ্যসমূহ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অর্ন্তভুক্ত ১৭টি খাতের আওতায় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। প্রতি অর্থবছরে বিভিন্ন মেয়াদে এ সকল প্রকল্প সমাপ্ত হয়। এ বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী তে অর্ন্তভুক্ত ১৭টি খাতের আওতায় ৪ ২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর অধীনে ২৬০টি প্রকল্প/কর্মসূচী সমাপ্ত হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ উক্ত অর্থবছরের মোট এডিপি প্রকল্পের প্রায় ১৫.০৯%।



চিত্র ২: সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের বাস্তবায়নের হার (এডিপি সেক্টর অনুযায়ী)

<u>প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা ও সুপারিশসমূহ</u>

সমস্যা	সুপারিশ
কৃষি (ফসল, খাদ্য, বন, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ. সেচ) সেক্টর:	
১. কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ ও ফসল সংরক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়।	১. কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ ও ফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়্য যেতে পারে।
২. মাঠ পর্যায়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং এর দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়।	২. মাঠ পর্যায়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
৩. টেকসইকরণঃ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্য ক্রম/সৃষ্ট সুবিধাদি প্রকল্প শেষে সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না।	৩. প্রকল্প গ্রহণের সময় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজ /সৃষ্ট সুবিধাদি প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালনার পরিকল্পনা থাকতে হবে।
৪. কৃষক প্রশিক্ষণ উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রশিক্ষণের মেয়াদ সাধাণত ০১ দিন হয়। ফলে কৃষকের উপস্থিতি কম। এ সকল প্রশিক্ষণে একই কৃষক সবসময় উপস্থিত হয়।	৪. গ্রাম/ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং একই কৃষককে বার বার প্রশিক্ষণ না দিয়ে নতুন নতুন কৃষকক বিবেচনা করা যেতে পারে।
৫. প্রদর্শনীর জন্য বীজ, সার ইত্যাদির মৌসুমের সঠিক সময়ে কৃষকের নিকট পৌঁছায় না, ফলে প্রদর্শনী সঠিক মাত্রায় কার্যকরী হয় না।	৫. দেশের বিভিন্ন এলাকায় আবহাওয়া ও ভূ - প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। তাই সার ও বীজ প্রদানের ক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনা নিতে হবে।
৬. ফসলের নতুন নতুন জাত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষকদের মাঝে প্রদানকৃত যন্ত্রপাতি , প্রদর্শনী, বীজ, সার ইত্যাদ কৃষি মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন সংস্থা একই কৃষক /গ্রুপ পাচ্ছে ; ফলে প্রদানকৃত যন্ত্রপাতি , প্রদর্শনী, বীজ, সারের সর্বোচ্চ সুবিধা সম্প্রসারণ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে না।	৬. কৃষি কাজে যথাযথ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একই ব্যক্তিকে বি ভিন্ন সংস্থা থেকে সেবা প্রদান না করে সর্বাধিক সংখ্যক কৃষককে সুবিধা প্রদানের নিমিত্তে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় করে সুবিধাভোগী কৃষক নির্বাচন করে সম্প্রসারণ /উন্নয়ন কাজ পরিচালনা করা যেতে পারে।
৭. প্রদর্শনীর জন্য বীজ , সার ইত্যাদি মৌসু মের সঠিক সময়ে কৃষকে	৭. দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া ও ভূ -

সমস্যা	সুপারিশ
নিকট পৌঁছায় না। ফলে প্রদর্শনী সঠিক মাত্রায় কার্যকরী হয় না।	প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন , তাই সার ও বীজ প্রদানের ক্ষেত্রে এলাকা ভিত্তিক পরিকল্পনা নিতে হবে।
৮. বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভাব্যতা (feasibility) যাচাই না করেই তাড়াহুড়া করে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে অনেক সমস্যায় পড়তে হয় এবং বাস্তবতার নিরিখে নতুন নতুন বিষয় (component) প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন হয় এবং কতিপয় অপ্রয়োজনীয় বিষয় (component) বাদ দিতে হয়। ফলে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের সাথে বিস্তর পার্থক্য হয় এবং প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজন হয়। ফলে প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদকাল বৃদ্ধি পায়।	৮. প্রকল্প গ্রহণের পূর্ব যথাযথভাবে সম্ভাব্যতা (feasibility) যাচাই পূর্বক প্রকল্পের অঙ্গ (component) নির্ধারণ করতে হবে এবং অঙ্গভিত্তিক প্রকল্পের ব্যয়ের প্রাক্কলন যথাযথভাবে করতে হবে।
৯. প্রকল্পের আওতায় কৃষক দল গঠন করা হচ্ছে। কিন্তু প্রকল্প শেষে দলগুলো সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না।	৯. প্রকল্প শেষে কৃষক দল পরিচালনার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা নিতে হবে।
১০. বাস্তবায়িত প্রকল্পের এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন করা হয় না।	১০. জিওবি অ র্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে এক্সটারনাল অডিট কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্নপূর্বক অডিট রিপোর্ট আইএমইডিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।
পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টর:	
অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয় না।	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা প্রয়োজন;
৩.২ ডিপিপি'র কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম করতে না পারা;	কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা প্রয়োজন;
প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নে অত্যাধিক বিলম্ব	প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মতভাবে ব্যয় ও সময় নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে তা অনুসরণ করা প্রয়োজন;
কাজের গুণগতমান সংক্রান্ত	কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে ভবিষৎতে পিপিআর যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দক্ষ জনবল এবং প্রয়োজনী য় যন্ত্রপাতি সমন্বিত ঠিকাদার নিয়োগ করা প্রয়োজন। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ বিশেষ করে নিম্নমানের পূর্ত কাজের জন্য তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা অবশ্যক।
সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সংক্রান্ত	সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী দেশ/প্রতিষ্ঠান থেকে দ্রুত সঠিক সময়ে অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
প্রকল্পের যানবাহন সংক্রান্ত	বিদ্যমান সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আব্যশ্যক।
প্রকল্পের পরিচালক সংক্রান্ত	প্রকল্প সুষ্ঠ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলি বা পরিবর্তন না করে বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে সচেষ্ট থাকার প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন সংস্থার আওতায় বাস্তবায়নাধীন ও ভবিষৎতে প্রকল্পের জন্য সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী পূর্ণকালীন ও যোগ্য প্রকল্প পরিচালক

সমস্যা	সুপারিশ
	নিয়োগের বিষয়টি উদ্যোদী বিভাগ হতে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	৩.৮ যথাযথভাবে মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা না করে অপরিকল্পিতভাবে প্রকল্প গ্রহণের কারণে কখনো প্রকল্প বাস্তবায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তাই প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে বাস্তবসম্মত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করা প্রয়োজন।
ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব	প্রকল্প অনুমোদনের শুরু থেকেই ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করা বাঞ্চনীয়।
পিসিআর প্রেরণে বিলম্ব	প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার পর পরই পিসিআর প্রণয়ন করে আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।
পানি সম্পদ সেক্টর:	
১. অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা Feasibility study ব্যতীত জিওবি প্রকল্প গ্রহণ করা;	১. সম্ভাব্যতা সমীক্ষার নিরিখে প্রকল্প গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;
২. DPP/TPPতে উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন না করা;	২.DPP/TPP-তে উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
৩. বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি, ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী করা;	৩.ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীর বিষয়টি পরিহার করতে হবে। ভবিষ্যতে কোন প্রকল্পে পরিচালকের বদলীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে প্রকল্প পরিচালক বদলী সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ/অনুমোদন ক্রমে বদলী করতে হবে;
৪. পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ না দেওয়া;	৪.মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত অনুশাসন মোতাবেক প্রতিটি প্রকল্পের জন্য একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৫. প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সার্বিক কোন কর্মপরিকল্পনা না থাকা;	৫.ডিপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা রাখতে হবে;
৬. মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা;	৬.প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করতে হবে;
৭. কোন কোন প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত সিসি ব্লকের কিছু কিছু স্থানে ফাঁকা থাকা, ব্লক সরে যাওয়া , অব্যবহৃত ব্লক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়।	৭.প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত সিসি ব্লকের সকল ফাঁকা স্থান কংক্রিট দিয়ে বন্ধ করা প্রয়োজন তা না হলে নদীর পানিতে সিসি ব্লক ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং যে উদ্দেশ্যে সিসি ব্লক স্থাপন করা হয়েছে তা পুরোপুরি ব্যর্থ হবে। এছাড়া সরে যাওয়া ব্লক ডিপিপি অনুমোদিত কাঠামো অনুযায়ী স্থাপন করতে হবে এবং অব্যবহৃত ব্লকসমূহ স্তুপ আকারে জমা রাখতে হবে যেন আপদকালীন সময়ে তা জরুরি ভিত্তিতে ব্যবহার করা যায়;
৮. ভূমি অধিগ্রহণে সময়মত উদ্যোগ গ্রহণের অভাব এবং সময়ক্ষেপণ করা ;	৮.যথাসময়ে ভূমি অধিগ্রহণে র প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং তা নিশ্চিত করা;
৯. প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম প্রকল্প শেষে পরিচালনা করার জন্য রাজস্ব বাজেটের অপ্রতুলতা;	৯.প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম প্রকল্প শেষে পরিচালনা করার জন্য রাজস্ব বাজেটে

সমস্যা	সুপারিশ
	সংস্থান রাখতে হবে;
১০. সমাপ্ত প্রকল্পের Internal ও External অডিট দ্রুত সম্পাদন না করা;	১০.বছরভিত্তিক এক্সটার্নাল অডিট করে তা প্রকল্প মেয়াদেই নিষ্পত্তি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা;
১১. প্রকল্প বাস্তবায়নকালে স্টিয়ারিং কমিটি ও পিআইসি কমিটির সভা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত না হওয়া;	১১.প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী স্টিয়ারিং কমিটি ও পিআইসি কমিটির সভা আয়োজন করতে হবে;
১২. আইএমইডি'র বিদ্যমান পরিপত্র অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি-তে প্রেরণ না করা;	১২. উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে।
শিল্প সেক্টর:	
● ভূমি অধিগ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা, জমির মূল্য বৃদ্ধির কারণে জমি অধিগ্রহণে বহু ক্ষেত্রেই ডিপিপি বরাদ্দের চেয়ে অধিক অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হয়। জমি অধিগ্রহণে পদ্ধতিগত জটিলতা এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণের প্রবণতার কারণেও প্রকল্প বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হয়।	● প্রকল্প প্রণয়নের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সময় প্রকল্পের স্থান নির্বাচন করে ভূমি অধিগ্রহণের প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ভূমি অধিগ্রহণের জ ন্য যথাযথ ব্যয় প্রাক্কলন করা প্রয়োজন। ● ভবিষ্যতে গৃহীতব্য প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করে প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে
● প্রকল্প প্রণয়নকালে সঠিকভাবে সময় ও ব্যয় প্রাক্কলন না করার ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটে, বার বার সংশোধনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।	● প্রকল্প প্রণয়নকালে সঠিকভাবে সময় ও ব্যয় প্রাক্কলনের জন্য WBS(Work Break down structure) সম্পন্ন করে Network Chart Gantt Chart এর মাধ্যমে Logical framework প্রণয়ন ও সঠিকভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ● প্রকল্পের ডিপিপিতে বাস্তবসম্মত ব্যয় প্রাক্কলন করতে হবে। প্রকল্পের নির্ধারিত সময় এর মধ্যে সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে ক্রিটিক্যাল পাথ মেথড (CPM/PERT) ব্যবহার করে সঠিকভাবে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ লক্ষ্যে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ, সংস্থা এবং মন্ত্রণালয়কে নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
● মামলা সংক্রান্ত জটিলতায় প্রকল্পের অগ্রগতি না হওয়া।	● প্রকল্পের কার্যক্রমের উপর চলমান মামলা নিষ্পত্তির জন্য দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
● উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে বাস্তবানাধীন প্রকল্পসমূহে ক্রয়প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে প্রকল্প সাহায্যের অর্থ ছাড়ে বিলম্ব ঘটে, ফলে সার্বিকভাবে প্রকল্পের অগ্রগতি কম হয়।	● উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে বাস্তবানাধীন প্রকল্পসমূহে ক্রয় প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন ও প্রকল্প সাহায্য ছাড়সহ বিভিন্ন কার্যক্রম দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করার জন্য

সমস্যা	সুপারিশ
	coordination এবং নিবিড় যোগাযোগ বাড়াতে হবে।
বিদ্যুৎ সেক্টর:	
১.১ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	১.১ যথাযথভাবে মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা না করে অপরিকল্পিতভাবে প্রকল্প গ্রহণের কারণে কখনো প্রকল্প বাস্তবায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তাই প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে বাস্তবসম্মত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করা প্রয়োজন।
১.২ ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব	১.২ প্রকল্পে উপকেন্দ্র নির্মাণ/সঞ্চালন লাইন স্থাপন/বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন কাজে ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কারণে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। এতে প্রকল্পের কাজের গতি ব্যাহত হয়। অতএব প্রকল্প অনুমোদনের শুরু থেকেই ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করা বাঞ্চনীয়।
১.৩ উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে চুক্তি ও অন্যান্য কাজে বিলম্ব	১.৩ উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে Negotiation দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রয়োজনে এ সংক্রান্ত দক্ষ কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি পুল তৈরি করা যেতে পারে।
তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ সেক্টর:	
১.১ প্রযুক্তিগত কারণে অতিমাত্রায় বিদেশ নির্ভরতা	১.১ এই সেক্টরের জন্য পরিকল্পিতভাবে দক্ষ জনবল এবং প্রয়োজনীয় কারিগরি সুযোগ-সুবিধা তৈরি করতে হবে যেন ধারাবাহিকভাবে বিদেশি পরামর্শক ও প্রযুক্তি নির্ভরতা কমে আসে।
১.২ ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব	১.২ প্রকল্পে গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন কাজে কিছু ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। এতে প্রকল্পের কাজের গতি ব্যাহত হয়। অতএব প্রকল্প অনুমোদনের শুরু থেকেই এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে প্রক্রিয়া শুরু করা বাঞ্চনীয়।
পরিবহণ সেক্টর:	
যথাযথ সমীক্ষা ছাড়া প্রকল্প গ্রহণ ও ব্যয় প্রাক্কলন করা।	প্রকল্প গ্রহণকালে পর্যাপ্ত সমীক্ষা ও বাস্তবভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনপূর্বক প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করতে হবে।
বৈদেশিক সহায়তা প্রকল্পগুলোতে দাতা সংস্থার নানাবিধ শর্ত অনেক সময় প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টি হয়।	বাস্তবতার আলোকে দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে দাতা সংস্থার সাথে নিগোসিয়েশনসহ ঋণ চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। দাতা সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় করে সমীক্ষা পূর্ণাঙ্গভাবে সম্পন্ন করতে হবে।
MTBF-র আর্থিক সিলিং অনুসরণ না করে প্রকল্প গ্রহণ	MTBF-র আর্থিক সিলিং অনুসরণ করে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

সমস্যা	সুপারিশ
ডিপিপি'র Logical Framework এ প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ সময়াবদ্ধ না দেখানো	ডিপিপি'র Logical Framework এ প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ সময়াবদ্ধ দেখানো প্রয়োজন।
ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতা।	ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণের প্রতিটি পর্যায়ে যথাযথ মনিটরিং এবং জেলা প্রশাসকের সাথে সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।
ইউটিলিটি স্থানান্তরে জটিলতার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়।	ইউটিলিটি স্থানান্তরে সময়মত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
সড়ক বিভাগের রাস্তাগুলোতে বিদ্যমান গাছগুলো সড়কের না হওয়ায় তা যথাসময়ে অপসারণ করা সম্ভব হয় না। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয় ও রাস্তা যথাযথ মানে প্রশস্থ করা যাচ্ছে না।	এ ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করা প্রয়োজন।
প্রকল্প অনুমোদনের পর দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ অনেক ক্ষেত্রে বিলম্বিত হওয়ায় যথা সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন দীর্ঘায়িত হয়।	প্রকল্প অনুমোদনের পর দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ যথা সময়ে সম্পন্ন করে প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়ন প্রয়োজন।
সড়ক মেরামত/ নতুন সড়ক নির্মাণের পর সড়কের যথাযথ রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। ফলে ডিজাইন লাইফ অনুযায়ী প্রকল্পের সুফল পাওয়া যায় না।	সড়ক মেরামত/ নতুন সড়ক নির্মাণের পর সড়কের যথাযথ রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
বাজার/ growth centre এর নিকট অপর্যাপ্ত ড্রেইনেজ সিস্টেম রয়েছে। ফলে সড়ক টেকসই হয় না।	সড়ক টেকসই করতে পর্যাপ্ত ড্রেইনেজ সিস্টেম থাকা প্রয়োজন।
প্রকল্পের exit plan যথাযথভাবে প্রণয়ন না করা।	প্রকল্পের exit plan যথাযথভাবে প্রণয়ন করতে হবে।
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টর:	
ক)Time over run: প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র তুলনায় এর প্রকৃত বাস্তবায়নকাল অধিক সময় অতিবাহিত হয়েছে। মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকালের চেয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ০৬ বছর ০৬ মাস সময় বেশী (১৩০%) ব্যয় হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতার ফলে উপকারভোগীদের প্রকল্পের সুফল পেতে বিলম্ব ঘটেছে। **খ)**Cost over run: প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র তুলনায় বাস্তবায়ন ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৪৬১.৩৮ লক্ষ টাকা থাকলেও পরবর্তীতে তিন বার সংশোধনের মাধ্যমে প্রকল্পের ব্যয় নির্ধারিত হয় ৩৯৭৬৭.৬১ লক্ষ টাকা। আবার প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৩৮০১৫.৫৬ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মূল অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা প্রকল্প ব্যয় ৯৫৫৪.১৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে (৩৩.৫৭%)। প্রকল্প প্রণয়নকালে যথাযথ পরিকল্পনা ও ব্যয় প্রাক্কলনে ঘাটতি ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়।	প্রকল্প থেকে সঠিক সময়ে সুফল প্রাপ্তি এবং বিনিয়োগকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিজাইন/পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে প্রকল্পের Time over run ও Cost over run না ঘটিয়ে নির্ধারিত ব্যয়ে ও সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করা যায়;
বাস্তবায়নকারী সংস্থা অনন্যা আবাসিক এলাকা ১ম পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার পূর্বেই ২য় পর্যায়ের প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করে। ২য় পর্যায় প্রকল্পে উপরে গত ১১/১২/২০১৬ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গত ৩১/০১/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে "অনন্যা আবাসিক এলাকার উন্নয়ন (২য় পর্যায়)'' শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদন দেয়া হয়। ১ম পর্যায়ের কাজ শেষে আইএমইডি'র মূল্যায়ন ব্যতিরেকে ২য় পর্যায়ে প্রকল্প গ্রহণ করা সমীচীন হয়নি।	বিদ্যমান পরিপত্র মোতাবেক কোন উন্নয়ন প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় অনুমোদনের পূর্বে ১ম পর্যায়ের সমাপ্তি মূল্যায়ন এর সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন এ বিষয়টি নিশ্চিত করবে;
পরিদর্শনে লক্ষ্য করা যায় যে, গ্রামাঞ্চলে একট ফেরোসিমেন্ট ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলায় রামচন্দ্রপুর কালাকুমা গ্রামকে নির্বাচন করা যুক্তিযুক্ত হয়েছে। এলাকাটি গাড়ো পাহাড়ের পাদদেশে ভোগাই নদীর পাড়ে অবস্থিত। এখানের নদী থেকে সহজে সংগ্রহ করা যায়। এখানে বালি ও পাথর সহজ লভ্য হওয়ায়	গ্রামীন গৃহ নির্মাণে ফেরোসিমেন্ট প্রযুক্তি প্রয়োগের বিষয়ে জনসাধারণকে আরও উদ্বুদ্ধ করার জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/এইচবিআরআই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট থাকতে হবে। স্কুল

সমস্যা	সুপারিশ
এ এলাকায় ফেরোসিমেন্ট প্রযুক্তিতে গৃহ নির্মাণ অনেক সাশ্রয়ী হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মাটি বালিযুক্ত এবং এখানকার মাটি দিয়ে ইট প্রস্তুত করা সম্ভব নয় বিধায় আশে-পাশে কোথাও ইটের ভাটা নেই। ভবন নির্মণের জন্য অনেক দুর সংগ্রহ করতে গিয়ে জনগনকে বেশি মূল্যে ইট সংগ্রহ করতে হয়। তাই এসব এলাকায় গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে ফেরোসিমেন্ট প্রযুক্তি ব্যবহার বেশি উপযোগী।	ভবনের দেয়াল গুলো ব্লক হওয়ায় তুলানামূলকভাবে উল্লিখিত ভবনে গরম কম অনুভব হয়। ব্যয় সাশ্রয়ী, কম শ্রমসাধ্য ও টেকসই সম্পন্ন এ প্রযুক্তিতে গৃহ নির্মাণে সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ প্রযুক্তিতে ভবন নির্মাণে কোন অসুবিধা নেই, বরঞ্চ তুলনামূলকভাবে এ প্রযুক্তিতে নির্মিত ভবনের ওজন তুলনামুলকভাবে কম হওয়ায় ভূমিকম্পনে এসব ভবনের তেমন ক্ষতি হয় না। তাই এ প্রযুক্তিতে ভবন নির্মাণের মাধ্যমে কৃষি জমির ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার লক্ষ্যে এ প্রযুক্তিকে টেকসই করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ মন্ত্রণালয় গ্রহণ করবে;
নিয়মিত পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন না করা প্রকল্প দলিলে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও মনিটরিংয়ের স্বার্থে বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)সভা ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজনের সংস্থান থাকলেও নিয়মিতভাবে উক্ত সভাসমূহ আয়োজন করা হয়নি। ফলে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে জবাবদিহিতার অভাব ছিল এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে থেকে যথাযথ দিক নির্দেশনা পায়নি।	**ভবিষ্যতে** প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও মনিটরিংয়ের স্বার্থে ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী পিআইসি ও ষ্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজনে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে;
রক্ষণাবেক্ষণের অভাব: প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ড্রেনসমূহ নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না। এর ফলে ড্রেনসমূহ দিয়ে পানি নিষ্কাশিত না হয়ে ড্রেনে পানি জমে থাকছে। এছাড়াও প্রকল্পের প্ল্যান অনুসারে ড্রেনসমূহ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের খালে পতিত হচ্ছে। কিন্তু খাল দিয়ে নিয়মিতভাবে পানি নিষ্কাশিত না হলে ভবিষ্যতে পুরো ড্রেনেজ সিস্টেম অকার্যকর হতে পারে।	প্রকল্পের প্ল্যান অনুসারে ড্রেনসমূহ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের খালে পতিত হচ্ছে। কিন্তু খাল দিয়ে নিয়মিতভাবে পানি নিষ্কাশিত না হলে ভবিষ্যতে পুরো ড্রেনেজ সিস্টেম অকার্যকর হতে পারে।
বাস্তবায়নকারি বিভাগ/সংস্থা পর্যায়ে পর্যাপ্ত দক্ষ জনবলের সংকট	বাস্তবায়নকারি বিভাগ/সংস্থা পর্যায়ে পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল পদায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
প্রায় ক্ষেত্রে নিয়মিত প্রকল্প পরিচালক পদায়ন করা হয় না	একজন দক্ষ ও নিয়মিত প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হলে তিনি প্রকল্পের সার্বিক কর্মকান্ড গতিশীল করতে অধিক মনযোগ দিতে পারেন।
প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভাসমূহ নিয়মিত অনুষ্ঠিত না হওয়া	ডিপিপি/টিএপিপিতে এ সংক্রান্ত নির্দে শনা উল্লেখপূর্বক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভাসমূহ (পিআইসি, স্টিয়ারিং) নিয়মিত আয়োজন করতে হবে।
শিক্ষা ও ধর্ম সেক্টর:	
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, (বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন) শিক্ষা মন্ত্রণালয়:	
১.১ প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি এবং নির্মিত ভৌত অবকাঠামোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত না করা; ১.২ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো নির্ধারিত নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্থানান্তরের পদক্ষেপ গ্রহণ না করা; ১.৩ উন্নয়ন প্রকল্পের পিসিআর প্রনয়ণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন পর্যায়ে উদ্ভুতসমস্যাসহ বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে প্রকল্পের প্রভাব যেমন-উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ, প্রকল্পের টেকসই, দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা, স্টেকহোল্ডারদের অভিমত সংক্রান্ত তথ্যাদি সংখ্যাগত আকারে সুনির্দিষ্টভাবে সন্নিবেশ করা হয়নি।	১.১ প্রকল্পের নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জন এবং দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক প্রভাব নিশ্চিত করার নিমিত্ত প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি এবং নির্মিত ভৌত অবকাঠামোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা; ১.২ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো নির্ধারিত নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্থানান্তরের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাতে করে প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে ভৌত অবকাঠামোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

সমস্যা	সুপারিশ
	নিশ্চিত করা সম্ভব হয়; ১.৩ উন্নয়ন প্রকল্প, বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে নিয়মানুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অডিট কাজ সম্পদান করা; ১.৪ উন্নয়ন প্রকল্পের পিসিআর প্রনয়ণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন পর্যায়ে উদ্ভুত সমস্যাসহ বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে প্রকল্পের প্রভাব যেমন-উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ, প্রকল্পের টেকসই, দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা, স্টেকহোল্ডারদের অভিমত সংক্রান্ত তথ্যাদি সংখ্যাগত আকারে সুনির্দিষ্টভাবে সন্নিবেশ করা; ১.৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ল্যাবরেটরীগুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার পাশাপাশি শিক্ষকগণের গবেষণা সহায়ক পরিবেশ তৈরী ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের যথাযথ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা; ১.৬ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের ছাত্রসহ ক্যাম্পাসের উক্ত অংশের একাডেমিক, প্রশাসনিক ও আবাসিক ভবন ব্যবহারকারীগণের বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসের যাতায়তের ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন ও ঝুকিঁমুক্ত করার নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের দুইটি অংশের মাঝে অবস্থিত বাজারের রাস্তার ওপর ওভারপাস নির্মাণের বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা যেতে পারে;
২.১ অনুমোদিত ডিপিপি (২য় সংশোধিত) ও সরকারী ক্রয় বিধি (পিপিআর-২০০৮) অনুসরণ না করে প্রকল্পের আওতায় ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন এবং প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রায় সকল কাজের চুক্তিমূল্য (Contract Value) অপেক্ষা অতিরিক্ত মূলে কার্য সম্পাদন; ২.৩ প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরও দীর্ঘ ০১ বছর ০৫ মাস যাবত ব্যংক লেনদেন সম্পাদন এবং ২.৩ অনুমোদিত ডিপিপি'র ব্যত্যয় ঘটিয়ে ভৌত কার্যক্রম (নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা ভবন , টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের নতুন ল্যাব ভবন, পুরকৌশল ভবনের সম্প্রসারন) বাস্তবায়ন।	২.১ (ক) আইএমই বিভাগের ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের নির্দেশনা মোতাবেক সেপ্টেম্বর, ২০১৮ এর মধ্যে প্রকল্পের পিসিআর আইএমইডি'তে প্রেরণ না করে দীর্ঘ ০১ (এক) বছর যাবত সম্পূর্ণ অননুমোদিতভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তকবায়ন করা; অসম্পূর্ণ পিসিআর প্রেরণ এবং পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্য ও বাস্তব অবস্থার মধ্যে আসামঞ্জস্যতা; (খ) অনুমোদিত ডিপিপি (২য় সংশোধিত) ও সরকারী ক্রয় বিধি (পিপিআর-২০০৮)

সমস্যা	সুপারিশ	
		অনুসরণ না করে প্রকল্পের আওতায় ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন এবং প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রায় সকল কাজের চুক্তিমূল্য (Contract Value) অপেক্ষা অতিরিক্ত মূলে কার্য সম্পাদন; (গ) প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরও দীর্ঘ ০১ বছর ০৫ মাস যাবত ব্যংক লেনদেন সম্পাদন এবং (ঘ) অনুমোদিত ডিপিপি'র ব্যত্যয় ঘটিয়ে ভৌত কার্যক্রম (নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা ভবন , টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের নতুন ল্যাব ভবন, পুরকৌশল ভবনের সম্প্রসারন) বাস্তবায়নের বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক তদন্তপূর্বক দায়দায়িত্ব নিরুপন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এ বিভাগ কে অবহিত করা;
	২.২	উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো নির্ধারিত নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্থানান্তরের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাতে করে প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে ভৌত অবকাঠামোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়;
	২.৩	উন্নয়ন প্রকল্প, বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে নিয়মানুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অডিট কাজ সম্পদান করা;
	২.৪	উন্নয়ন প্রকল্পের পিসিআর প্রনয়ণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন পর্যায়ে উদ্ভুত সমস্যাসহ বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে প্রকল্পের প্রভাব যেমন-উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ, প্রকল্পের টেকসই, দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা, স্টেকহোল্ডারদের অভিমত সংক্রান্ত তথ্যাদি সংখ্যাগত আকারে সুনির্দিষ্টভাবে সন্নিবেশ করা;
	২.৫	বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ল্যাবরেটরীগুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার পাশাপাশি শিক্ষকগণের গবেষণা সহায়ক পরিবেশ তৈরী ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের যথাযথ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা;
	২.৬	খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ছাত্রী হল রোকেয়া ছাত্রী হল

সমস্যা	সুপারিশ
	ভবনের ছাদে সুবিধাভোগীদের চাহিদা বিবেচনায় হালকা স্টিল স্ট্রাকচারের মাধ্যমে একটি জিমন্যাসিয়াম স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় কি না বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক তার কারিগরী বিষয়গুলো যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে; এবং ২.৭ অনুচ্ছেদ ১৬.১ হতে ১৬. ৬ এর সুপারিশসমূহ অনুসরণ এবং তার আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা আইএমইডি 'কে অবহিত করা।
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়:	
৩.১ প্রকল্প বাস্তবায়নে ৪ (চার) বছর সময় অতিক্রান্ত এবং প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে । ভবিষ্যতে প্রকল্পের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল কাজ সম্পন্ন করতে হবে । ৩.২ পরিদর্শিত কিছু বিদ্যালয়ে টুইন ল্যাট্রিন, ওয়াশব্লক ও নলকূপ, পুরাতন ও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেগুলো সংস্কার বা মেরামত করার কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। ৩.৩ প্রকল্প সমাপ্তির ১ (এক) বছর পর পিসিআর প্রেরণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণ করতে হবে ।	৩.১ প্রকল্পের আওতায় ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৪০০৮০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থাপন ছিল এর বিপরীতে প্রকল্প সমাপ্তি পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৩৩০২১২.০৭ লক্ষ টাকা (৯৭.১০%), অর্থাৎ ৯৮৬৭.৯৩ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে (কম ব্যয় হয়েছে)। এ অব্যয়িত টাকা সরকারি কোষাগারে প্রদান করতে হবে (অনুচ্ছেদ ৫) ; ৩.২ ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী প্রধান প্রধান অঙ্গের ব্যয় বেশী করা হয়েছে যেমন- ইনসেনটিভ এওয়ার্ড টু স্টুডেন্ট, টিচার্স এ্যান্ড ইনস্টিটিউটস অঙ্গের ডিপিপি-তে সংস্থান ছিল ২১,৪৪৮.০১ লক্ষ টাকা এর বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ২১,৬১৪.৬১ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ ১৬৬.৬০ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় করা হয়েছে । এডিশনাল সাপোর্ট ইন ম্যাথমেটিকস , ইংলিশ এন্ড সাইন্স অঙ্গের ডিপিপি-তে সংস্থান ছিল ৩৫,৭১২.৪২ লক্ষ টাকা এর বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৩৬,৩২৫.৮১ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ ৬১৩.৩৯ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় করা হয়েছে। টিউশন ফর পিএমটি বেনিফিশিয়ারিজ অঙ্গের ডিপিপি-তে সংস্থান ছিল ১৬,২৫২.৬৩ লক্ষ টাকা এর বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১৯,২৫১.২৪ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ ২,৯৯৮.৬১ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় করা হয়েছে। টিএ/ডিএ সেকায়েপ অঙ্গের ডিপিপি-তে সংস্থান ছিল ৪৩৭.৭৭ লক্ষ টাকা এর বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৪৪২.৯৫ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ ৫.১৮ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় করা হয়েছে। প্রজেক্ট ইনসেনটিভ এলাউন্স অঙ্গের ডিপিপি-তে সংস্থান ছিল ৭৮.০০ লক্ষ টাকা অথচ এর বিপরীতে কোন ব্যয় হয় নাই। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক

সমস্যা	সুপারিশ
	অতিরিক্ত ব্যয় করার বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন আছে কিনা তা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ৮.২.১-৮.২.৪) ; ৩.৩ প্রকল্প বাস্তবায়নে ৪ (চার) বছর সময় অতিক্রান্ত এবং প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে । ভবিষ্যতে প্রকল্পের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল কাজ সম্পন্ন করতে হবে । এ বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৬.১) ; ৩.৪ পরিদর্শিত কিছু বিদ্যালয়ে টুইন ল্যাট্রিন, ওয়াশব্লক ও নলকূপ , পুরাতন ও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেগুলো সংস্কার বা মেরামত করার কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক (অনুচ্ছদ ১৬.২) ; ৩.৫ প্রকল্পটির পিসিআর ১ (এক) বছর পর প্রেরণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রকল্প সমা রপ্তির ৩ মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৬.৩) ; এবং ৩.৬ অনুচ্ছেদ ১৭.১-১৭.৫ এর আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগকে আগামী ১ মাসের মধ্যে অবহিত করতে হবে।
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, (শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়:	
৪.১ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনষ্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো মাতৃভাষা সংরক্ষণ এবং পুনরুজ্জীবিতকরণের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করা এবং জাতীয় ভাষা পরিকল্পনা এবং ভাষা ম্যানেজমেন্ট নীতিমালা প্রণয়ন চূড়ান্ত করা হয়নি। ৪.২ প্রকল্পের আওতায় ভাষা ভিত্তিক মিডিয়া চ্যানেল চালু করার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও এটি এখনও বাস্তবায়ন করা হয়নি। ৪.৩ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন, স্থাপিত আর্কাইভ ও মিউজিয়ামসহ বিভিন্ন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজস্ব খাত হতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা না রাখা।	৪.১ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনষ্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো মাতৃভাষা সংরক্ষণ এবং পুনরুজ্জীবিতকরণের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করা এবং জাতীয় ভাষা পরিকল্পনা এবং ভাষা ম্যানেজমেন্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা। কিন্তু এ পর্যন্ত এ দু'টি পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন চূড়ান্ত করা হয়নি। প্রকল্পের শতভাগ উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত জরুরী ভিত্তিতে জাতীয় ভাষা পরিকল্পনা এবং ভাষা ম্যানেজমেন্ট নীতিমালা প্রণয়ন চূড়ান্তকরণপূর্বক এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে তদাকরী নিশ্চিত করতে হবে; ৪.২ প্রকল্পের আওতায় ভাষা ভিত্তিক মিডিয়া চ্যানেল চালু করার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও এটি

সমস্যা	সুপারিশ
	এখনও বাস্তবায়ন করা হয়নি। প্রকল্পের কাংখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য জরুরী ভিত্তিতে ভাষা ভিত্তিক মিডিয়া চ্যানেল চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে ; ৪.৩ প্রকল্পটি ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরিকে ০ ১ (এক) বার সংশোধন এবং পর্যায়ক্রমে ০৪ (চার) বার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় (সর্বশেষ ০১.১১.২০১১ হতে ৩০.০৬.২০১৮ পর্যন্ত)। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কষ্ট ওভার রান না হলেও টাইম ওভার রান হয়েছে ৪৪ মাস (১২৫%), যা প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দুর্বল তা প্রতীয়মান হয়। ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়নকালে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ বাস্তব ভিত্তিক নিরূপণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে হবে ; ৪.৪ প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৫৪৭৭.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সমাপ্তান্তে প্রকৃত ব্যয় ৪৬৮৫.৮০ লক্ষ টাকা যা প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮৫.৫৬%। কম্পিউটার সফটওয়্যার, টেলিকমিউনিকেশন ডাটা বেইজসহ কয়েকটি অংগ বাস্তবায়িত না হওয়ায় উক্ত খাতসমূহের অব্যয়িত মোট ৭৯১.১৯ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। এ সমস্ত অংগের কার্যক্রম বাস্তবায়ন না হওয়ায় প্রকল্পের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে কি-না সে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে ; এবং ৪.৫ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন, স্থাপিত আর্কাইভ ও মিউজিয়ামসহ বিভিন্ন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজস্ব খাত হতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
৫.১ আগারগাঁও তালতলা সরকারি কলোনি স্কুল এন্ড কলেজে প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধা রক্ষণাবেক্ষণে অব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন নবনির্মিত একাডেমিক ভবনের ওয়াশরুমের ভেসিনের জন্য নির্ধারিত স্থানে ভেসিন না থাকা, প্রকল্পের আওতায় উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারিত পুরাতন একাডেমিক ভবনে দুটি ওয়াশরুমের দরজা ভাঙ্গা থাকা ও ওয়াশরুমের সামনের দেয়ালের টাইলস তুলে ফেলা ইত্যাদি। ৫.২ আগারগাঁও তালতলা সরকারি কলোনি স্কুল এন্ড কলেজে নতুন একাডেমিক ভবন ও পুরাতন একাডেমিক ভবনে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সংযোগ সেতুর রেলিংটি ভাঙ্গা পাওয়া গেছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় রেলিংটি সঠিকভাবে স্থাপন করা হয়নি।	৫.১ আগারগাঁও তালতলা সরকারি কলোনি স্কুল এন্ড কলেজে প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধা রক্ষণাবেক্ষণে অব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন নবনির্মিত একাডেমিক ভবনের ওয়াশরুমের ভেসিনের জন্য নির্ধারিত স্থানে ভেসিন না থাকা, প্রকল্পের আওতায় উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারিত পুরাতন একাডেমিক ভবনে দুটি ওয়াশরুমের দরজা ভাঙ্গা থাকা ও ওয়াশরুমের সামনের দেয়ালের টাইলস তুলে ফেলা ইত্যাদি। সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধা টেকসই করার লক্ষ্যে এর রক্ষণাবেক্ষণের

সমস্যা	সুপারিশ
৫.৩ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের অব্যয়িত ৭৯.৬৬ লক্ষ টাকা অদ্যাবধি সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়নি। ৫.৪ প্রকল্পের আর্থিক কার্যক্রমের ইন্টারনাল অডিট করা হয়নি । অন্যদিকে ২০১৩-২০১৬ অর্থবছর পর্যন্ত এক্সটারনাল অডিট করা হয়েছে তবে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এক্সটারনাল অডিট করা হয়নি;	দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবে ৫.২ আগারগাঁও তালতলা সরকারি কলোনি স্কুল এন্ড কলেজে নতুন একাডেমিক ভবন ও পুরাতন একাডেমিক ভবনে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সংযোগ সেতুর রেলিংটি ভাঙ্গা পাওয়া গেছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় রেলিংটি সঠিকভাবে স্থাপন করা হয়নি। দ্রুত এর মে রামত করতে হবে। এছাড়া নির্মাণ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ত্রুটি রয়েছে কিনা তা যাচাই করার জন্য একটি টেকনিক্যাল টিম প্রেরণ করে প্রাপ্ত সমস্যার ভিত্তিতে সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে; ৫.৩ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের অব্যয়িত ৭৯.৬৬ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে; ৫.৪ প্রকল্পের আর্থিক কার্যক্রমের ২০১৩-২০১৬ অর্থবছর পর্যন্ত এক্সটারনাল অডিট করা হয়েছে তবে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এক্সটারনাল অডিট করা হয়নি। এ অর্থবছরের এক্সটারনাল অডিট করতে হবে;
৬.১ প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত আসবাবপত্রের কিছু অংশ একটি কক্ষে ফেলে রাখা হয়েছে এবং কি ছু আসবাবপত্র বিভিন্ন স্থানে অযত্নে ফেলে রাখা হয়েছে। তাছাড়া ভবনের দেয়ালে ময়লা জমে আছে। আবার প্রশাসনিক ভবন এবং প্রশাসনিক-কাম-একাডেমিক ভবনে অনেক কক্ষ অব্যবহৃত পড়ে আছে। ফলে দেখা যায় , প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট /প্রদত্ত সুবিধাদির উপযুক্ত ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণে সার্বিক ব্যবস্থাপনার অভাব রয়েছে; ৬.২ প্রকল্পের চারটি অর্থবছর (২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮) এর ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট করা হয়নি; ৬.৩ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের অব্যয়িত ২৬৯.২০ লক্ষ টাকা অদ্যাবধি সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়নি।	৬.১ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট/প্রদত্ত সুবিধাদির উপযুক্ত ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণে সার্বিক ব্যবস্থাপনার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধার উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করাসহ এটি টেকসই করার লক্ষ্যে এর নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ৬.২ প্রকল্পের শুরু হতে সমাপ্তি পর্যন্ত সকল অর্থবছরের অডিট করতে হবে; ৬.৩ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের অব্যয়িত ২৬৯.২০ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে;
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সেক্টর:	
• প্রকল্পের নওগাঁ সাইট সরেজমিনে পরিদর্শন এবং হালুয়াঘাট ও দিনাজপুর সাইট বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা শিল্পকলা একাডেমির কালচারাল কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা এবং পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বর্ণিত তিনটি সাইটে **ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি নির্মাণ করা হয়েছে।** এর ফলে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি চর্চার অনুশীলন ও প্রদর্শনসহ সার্বিকভাবে দেশীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও প্রসারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবে, **একাডেমিসমূহে প্রশিক্ষক সহ প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ না দেওয়ায়**	• **আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় হালুয়াঘাট , দিনাজপুর এবং নওগাঁ জেলায় নির্মিত ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি** অবকাঠামো ও সুবিধাদির বর্তমান অবস্থা পরীক্ষা/যাচাই করে ত্রুটি-বিচ্যুতির মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

সমস্যা	সুপারিশ
একাডেমিসমূহের কার্যক্রম অদ্যাবধি শুরু করাসম্ভব হয়নি। • **একাডেমিতে** প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির সংস্কৃতি চর্চার অনুশীলনের জন্য কোন কোর্স কারিকুলাম, মডিউল প্রস্তুত করা হয়নি। • প্রকল্পের একবার সংশোধন এবং দুইবার বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর ফলে সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় মূল প্রকল্প ব্যয় অপেক্ষা ৭৭৩.৮৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি (৩২.৫৯% বৃদ্ধি) এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ ০৩ বছর বৃদ্ধি (১৫০%) পায়। সংশোধিত প্রকল্প ব্যয়ের ৯৯.৬৫% অর্থ ব্যয় হয়েছে। উক্ত ব্যয় প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা ৩২.১৪% বেশী হয়েছে। • তিনটি একাডেমির অবকাঠামোসমূহ ব্যবহার না করার ফলে এগুলো জরাজীর্ণ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। জেনারেটর ও সোলার প্যানেল বর্তমানে অচল। ছাদে পানি জমে ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাজেট না থাকায় বিদ্যুৎ বিল বকেয়া রয়েছে। • পিসিআর এর ০৮ নং অনুচ্ছেদে প্রকল্পের প্রকিওরমেন্ট তথ্য এবং ০৫ নং অনুচ্ছেদে প্রকল্পের অংগওয়ারি প্রকৃত বাস্তব সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা হয়নি। • প্রকল্পের ২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের অডিট সম্পাদিত হয়েছে। কোন আপত্তি নেই মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ হতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের অডিট সম্পর্কে কোন তথ্য পিসিআর এ নেই। ২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত অডিটের প্রমাণক এবং ২০১৬-১৭ হতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের অডিটের তথ্য আইএমইডিতে প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে আইএমইডি-এর ২৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখের নং-২১.০০.০০০০.৪৮৬.১৪.০৩৫.১৭-৩২০ পত্রে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি এ বিষয়ে আইএমইডিতে তথ্য প্রেরণ করা হয়নি।	• **হালুয়াঘাট, দিনাজপুর ও নওগাঁয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমির কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে সত্বর প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ প্রদান করতে হবে;** • একাডেমিগুলোতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির প্রশিক্ষণ ও সংস্কৃতি চর্চার অনুশীলনের জন্য কোর্স কারিকুলাম, মডিউল প্রস্তুত করতে হবে; • একাডেমিগুলোতে বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকা/বিদ্যুৎ সংযোগ না দেওয়ার বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুরাহার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; • পিসিআর ০৮ নং অনুচ্ছেদে প্রকল্পের প্রকিওরমেন্ট তথ্য এবং ০৫ নং অনুচ্ছেদে প্রকল্পের অংগওয়ারি প্রকৃত বাস্তব সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশিত করতে হবে; • প্রকল্পের ২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত অডিটের প্রমাণক এবং ২০১৬-১৭ হতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সিভিল অডিটের তথ্য /ফলাফল আইএমইডিতে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণসেক্টর:	
১. মূল ডিপিপি প্রণয়নের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়না। ফলে বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রকল্পের Scope পরিবর্তন করে প্রকল্প সংশোধন করা হয়। ফলে প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল দুই'ই বৃদ্ধি পায়।	১.১.ডিপিপি প্রণয়নের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে।
২. প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের পদ সৃজন ও পদায়ন বিলম্বিত হয়। ফলে সেবা প্র দান কার্যক্রম ব্যহত হয়।	স্থাপনা নির্মাণ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় জনবলের পদ সৃজন, নিয়োগ ও পদায়নের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৩. প্রতিষ্ঠানের জন্য টিওই নির্ধারণ না করে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়। ফলে যন্ত্রপাতির জন্য প্রয়োজনীয় জনবল এবং আবর্তক ব্যয়ের সংস্থান থাকে না। এটি যন্ত্রপাতি হতে ঈপ্সীত সেবা প্রদানকে বাধাগ্রস্ত করার পাশাপাশি যন্ত্রপাতি Lifespan-কে প্রভাবিত করে।	সকল নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পর প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির জন্য টিওই প্রণয়ন করে যন্ত্রপাতি টিওই-ভুক্ত করতে হবে। যে সকল যন্ত্রের আবর্তক ব্যয় বেশি সেগুলো পৃথকভাবে উল্লেখপূর্বক বিধি অনুযায়ী আবর্তক ব্যয়ের সংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং যন্ত্রপাতিসমূহ সচল রেখে সেবা প্রদানের বিষয়ট

সমস্যা	সুপারিশ
	নিশ্চিত করতে হবে।
৪. কোন সম্ভাব্যতা যাচাই না করেই কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য বিভিন্ন মাপের আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হ ছে। নির্মাণোত্তর পর্যায়ে অধিকাংশ আবাসিক ভবন অব্যবহৃত থাকছে। এর ফলে সরকারি অর্থের অপচয় হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়।	সম্ভাব্যতা যাচাই করে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণের প্রস্তাব ডিপিপি-তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ঢাকার বাইরে কোন জেলায় বা উপজেলায় আবাসিক ফ্ল্যাটের নির্মাণ ও বরাদ্দের ক্ষেত্রে একক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য সামগ্রিকভাবে নির্মাণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন সেক্টর:	
১. প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীদের চাহিদা যাচাই না করা।	১. প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীদের চাহিদা যাচাই পূর্বক প্রকল্প প্রণয়ন করা প্রয়োজন।
২. প্রকল্পের মূল কম্পোনেন্ট অনুযায়ী কর্যক্রমের জন্য নির্ধারিত সময় সম্পর্কে ধারণা না থাকা;	২. প্রকল্পের মূল কম্পোনেন্ট অনুযায়ী কর্যক্রমের জন্য নির্ধারিত সময় অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদ নির্ধারণ করা এবং নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা।
৩. প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি ও ব্যয় বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়;	৩. প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি ও ব্যয় বৃদ্ধি বিষয়ে নিরুৎসাহিত করা প্রয়োজন।
৪. ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন না করা;	৪. প্রকল্পের সুষ্ট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত প্রকল্প পরিচালকের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
৫. নিয়মিত অডিট সম্পন্ন না হওয়া;	৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রকল্পে আর্থিক কার্যাবলী নিয়মিত অডিট করা।
৬. বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং করা;	৬. প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থা/মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং নিশ্চিত করতে হবে।
৭. প্রকল্পের কার্যক্রমকে ডাটা বেইজ কের সংরক্ষণ করা;	৭. প্রকল্পের কার্যক্রমকে ডাটা বেইজ করে সংরক্ষণ করা যা পরবর্তিতে কাজে ব্যবহার করা যায় এবং ওভারল্যাপিং পরিহারে সহায়তা করে।
৮. প্রকল্পের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব;	৮. প্রকল্পের সকল কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।
জনপ্রশাসন সেক্টর:	
১. প্রায় ক্ষেত্রে নিয়মিত প্রকল্প পরিচালক পদায়ন করা হয় না	একজন দক্ষ ও নিয়মিত প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হলে তিনি প্রকল্পের সার্বিক কর্মকান্ড গতিশীল করতে অধিক মনযোগ দিতে পারেন।
২. প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কাজে দক্ষ জনবলের অভাব	প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কাজে দক্ষ জনবল পদায়ন করতে হবে।
বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেক্টর:	

সমস্যা	সুপারিশ
প্রকল্পের বার বার প্রাক্কলন ও মেয়াদ বৃদ্ধি করা।	প্রকল্প গ্রহণের সময় এমনভাবে মেয়াদ ও প্রাক্কলন নির্ধারণ করতে হবে, যেন পরবর্তীতে আর সংশোধন কিংবা মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন না হয়।
প্রতি অর্থবছরে নিয়মানুসারে অডিট কার্যক্রম সম্পাদন না হওয়া।	প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বিধান অনুযায়ী প্রতি অর্থবছর শেষে ৯ মাসের মধ্যে অডিট সম্পাদন করাতে হবে।
প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রাংশের যথাযথা রক্ষণাবেক্ষণ না করা।	ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মালামালের সঠিক সংরক্ষনের জন্য লগবুক, সম্পদ রেজি স্টার ও দর্শনার্থী রেজিস্টার চলমান রাখতে হবে এবং আবশ্যিকভাবে ট্যাগিং নাম্বার দিতে হবে।
শ্রম ও কর্মসংস্থান সেক্টর:	
• প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে প্রকল্প ভালভাবে সম্ভাবতা সমীক্ষা (feasibility study) সম্পন্ন করতে হবে;	প্রকল্প বাস্তবা য়নের সময় ভূমি অধিগ্রহণে অসুবিধা হয়। বিশেষ করে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকাভেদে পর্যাপ্ত পরিমাণে ছাত্র -ছাত্রীর অভাব লক্ষ্য করা যায়। এ জন্য প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের বিষয়টি প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেই ভাল করে সমীক্ষা যাচাই করা প্রয়োজন;
• উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের প্রকল্প সাহয্যের অর্থ ছাড়ে বিলম্ব	উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহে ক্রয় প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন ও প্রকল্প সাহায্য ছাড়সহ বিভিন্ন কার্যক্রম দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করার জন্য co-ordination বাড়াতে হবে;
• ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতা	প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ভূমি অধিগ্রহণের জটিলতাসমূহ নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
যোগাযোগ সেক্টর:	
১. Time over run: "আঞ্চলিক সাবমেরিন টেলিযোগাযোগ প্রকল্প , বাংলাদেশ" প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র তুলনায় এর প্রকৃত বাস্তবায়নকাল অধিক সময় অতিবাহিত হয়েছে। মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকালের চেয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ২ বছর সময় বেশী (১০০%) ব্যয় হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতার ফলে উপকারভোগীদের প্রকল্পের সুফল পেতে অত্যাধিক বিলম্ব ঘটেছে।	১. প্রকল্প থেকে সঠিক সময়ে সুফল প্রাপ্তি এবং বিনিয়োগকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিজাইন / পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে প্রকল্পের Time over run ও Cost over run না ঘটিয়ে নির্ধারিত ব্যয়ে ও সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করা যায়;
২. "আঞ্চলিক সাবমেরিন টেলিযোগাযোগ প্রকল্প , বাংলাদেশ" প্রকল্পের মেয়াদে ৩ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন ও করছেন। কিন্তু কমিটির মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়নি। পরিকল্পনা বিভাগ হতে জারীকৃত "সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি " বিষয়ক পরিপত্র অনুসারে৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পে নিয়মিত এবং কমিটির মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালক নির্বাচন করার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু এ প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে উক্ত পরিপত্রের বিধান অনুসরন করা হয়নি। এছাড়া ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করায় প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা হয়েছে।	২. প্রকল্পের শুরু হবে মোট ৩ জন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হয়েছে। উন্নয়ন পরিপত্রে প্রকল্প পরিচালক ঘন ঘন পরিবর্তন না করা র বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে , একান্ত অপরিহার্য না হলে প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন/বদলী করা যাবে না। ভবিষ্যতে মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

সমস্যা	সুপারিশ
৩. উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন" প্রকল্পের আওতায় ৪০জন কর্মকর্তা এবং ৩১জন কর্মচারী সহ মোট ৭১জন কর্মরত থাকার কথা ছিল এবং তাদের বেতন -ভাতাদি বাবদ ৮১১.৬২ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ৪০জন কর্মকর্তা এবং ৩১জন কর্মচারী কর্মরত ছিলেন এবং কর্মকর্তা -কর্মচারীদের বেতন বাবদ ৬১৪.১৮ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে অর্থাৎ এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৭৫.৬৭%।	৩. জনগণের কাছে সার্বক্ষণিক Uninterrupted ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।
৪. ''ডাক পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ'' প্রকল্পের মেয়াদ ১২ মাস অর্থাৎ ৫০ % সময় বৃদ্ধি করতে হয়েছে । সঠিক কর্ম -পরিকল্পনার অভাবে এটি হয়েছে । পরবর্তীতে সঠিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে;	৪. প্রকল্পের মেয়াদ ১২ মাস অর্থাৎ ৫০ % সময় বৃদ্ধি করতে হয়েছে । সঠিক কর্ম -পরিকল্পনার অভাবে এটি হয়েছে । পরবর্তীতে সঠিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে;
গণসংযোগ সেক্টর:	
● প্রকল্পের অঙ্গ নির্ধারণ ও অঙ্গভিত্তিক ব্যয় নির্ধারণ সঠিকভাবে হচ্ছে না;	প্রকল্পের অঙ্গ সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে। একইসাথে অঙ্গভিত্তি ব্যয় প্রাক্কলন সঠিকভাবে নির্ধারণপূর্বক ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে;
● ডিপিপির কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পন্ন হচ্ছে না;	প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয়পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক তা পরিকল্পনা কমিশন , কার্যক্রম বিভাগ , আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে;
● বার বার সময় বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পের বিভিন্ন খাতে যেমন - বেতন/ ভাতা, যানবাহন পরিচালন/ রক্ষণাবেক্ষণ, স্টেশনারী ইত্যাদি খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পের ব্যয়িত অর্থের কাংখিত সুফল প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটে;	অত্যাবশ্যকীয় কারণ ব্যতীত কোন প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি যাতে না হয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্র ণালয় সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকবে;

উপসংহার:

গত ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বাস্তবায়নাধীন মোট প্রকল্প সংখ্যার (১৭২৩টি প্রকল্প) শতকরা প্রায় ১৫.০৯% ভাগ সমাপ্ত হয়েছে। অতএব, এসকল সমাপ্ত প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়ন এবং উদ্দেশ্য অর্জনের উপর সমগ্র বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী তথা সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করছে। এছাড়াও সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে গৃহীতব্য সমমানের এবং সমপর্যায়ের প্রকল্প প্রণয়নকালীন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করতে পারবে। সর্বোপরি, সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন এই সারসংক্ষেটি এডিপি সেক্টর অনুযায়ী হওয়ায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর একটি সামষ্টিক চিত্র পাওয়া যাবে।